



भारत
ICAR

बैज्ञानिक पद्धतिसे



युग डाल चाष



कृषि विज्ञान केन्द्र

उत्तर पूर्व पार्वतीय कृषि अनुसन्धान परिसर

बीरचन्द्र मनु, दक्षिण त्रिपुरा-७९९१४४

প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সাধারণত ডালশস্যের মাধ্যমেই মেটানো হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরাতে মুগ খুব কম জায়গাতে চাষ করা হয়ে থাকে। গবেষণা কেন্দ্রে প্রাপ্ত মুগের ফলন ও কৃষকদের মাঠের ফলনের মধ্যে এখনও অনেকটা পার্থক্য বিদ্যমান। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা মুগের ফলন প্রতি হেক্টরে মাত্র ছয় (৬) কুইন্টালের মত পায় যেখানে গবেষণা লব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় যে মুগের ফলন প্রায় ১২ থেকে ১৫ কুইন্টাল পর্যন্ত হতে পারে প্রতি হেক্টরে।

মুগ চাষের সম্ভাব্য জায়গা

- ❖ খরিফ মরশুমে উঁচু জমিতে।
- ❖ রবি ও গ্রীষ্মকালীন মুগ নদীর চর ও ধানি জমিতে।
- ❖ গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলি হলো দুধপুস্করিনী, মির্জা, জামজুরি, শান্তিরবাজার, ঋষ্যমুখ ইত্যাদি।

মুগ চাষে সুবিধা

- ❖ মানুষের খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও মুগের পাতা গরুর খাবার এবং সুবজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
 - ❖ শিশ্বগোত্রীয় উদ্ভিদ হিসাবে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।
 - ❖ স্বল্পমেয়াদী ফসল বলে যে কোন শস্য পর্যায়ে এটিকে যোগ করা যায়।
- মুগের ফলন অনেকটাই বাড়ানো যেতে পারে যদি কৃষকরা নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে মুগ ডালের চাষ করে থাকে।

মাটি

- ❖ দোঁয়াশ থেকে বেলে দোঁয়াশ মাটি উপযোগী।
- ❖ জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকতে হবে।

জমি তৈরী

- ❖ মৌসুমি বায়ু আসার সাথে সাথে জমি তিনবার চাষ করতে হবে।
- ❖ শক্ত মাটির ঢেলা ভাঙতে হবে।
- ❖ জমি তৈরীর সময় জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্থ করতে হবে।

মুগের জাত

- ❖ টি-৪৪, পুসা বৈশাখী, কে-৮-৫১, বি-১, টি-১, পুসা বিশাল, সশ্রাট, টি.এম ভি-৩৭, হাম-১২, হাম-১৬, মতি।



লাগানোর সময়

- ❖ মার্চ-এপ্রিল (গ্রীষ্মকালীন মুগ)
- ❖ জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত (খরিফ মুগ)

বীজের হার ও লাগানোর দূরত্ব

- ❖ খরিফ মরশুমে প্রতি হেক্টরে ১২ থেকে ১৫ কেজি বীজ লাগবে।
- ❖ রবি ও গ্রীষ্মকালীন মুগ এর জন্য প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি বীজ লাগবে।
- ❖ সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার হতে হবে।
- ❖ গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ থেকে ১৮ সেন্টিমিটার হওয়া উচিত।
- ❖ লাগানোর গভীরতা ৩ থেকে ৪ সেন্টিমিটার।

বীজ শোধন

- ❖ ২.৫ গ্রাম থিরাম অথবা ক্যাপ্টান প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

সার প্রয়োগ

জৈব ও রাসায়নিক সার	সারের পরিমাণ
গোবর	১০ টন প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	৪৩ কেজি প্রতি হেক্টরে
রকফসফেট	২৫০ কেজি প্রতি হেক্টরে
মিউরেট অব পটাশ	৪২ কেজি প্রতি হেক্টরে
জীবানুসার	রাইজোবিয়াম

গোবর ও রকফসফেট বীজ লাগানোর ২০ থেকে ২৫ দিন আগে জমিতে দিতে হবে।

জলসেচ

- ❖ খরিফ মরশুমে মুগ বৃষ্টিনির্ভর ফসল হিসাবে লাগানো হয়।
- ❖ গ্রীষ্মকালে ৪ থেকে ৫ বার জলসেচের দরকার হয়।



আগাছা মুক্ত মুগের জমি

- ❖ বৃদ্ধি শুরু হবার প্রথম ধাপ এবং ফুল থেকে ফল আসার সময় জলসেচ দেওয়া আবশ্যিক।
- ❖ জমিতে বেশী জল থাকলে মুগের ফলন ব্যহত হয়। তাই জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

আগাছা দমন

- ❖ প্রথমবার আগাছা তুলতে হবে লাগানোর ২৫ থেকে ৩০ দিন পরে।
- ❖ দ্বিতীয়বার আগাছা তুলতে হবে লাগানোর ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর।

অশ্বতী ফসল ও শস্য পর্যায়

- ❖ মুগ অশ্বতী ফসল হিসাবে ভুট্টা, তিল এবং বোরো ধানের সাথে লাগানো যেতে পারে।
- ❖ মুগের উপর নির্ভর করে গুরুত্বপূর্ণ শস্যপর্যায় হল মুগ-আলু / সজী (সেচসেবিত এলাকায়), মুগ - সরিষা



অশ্বতী ফসল হিসাবে মুগ বোরো ধানের সাথে

পোকা দমন

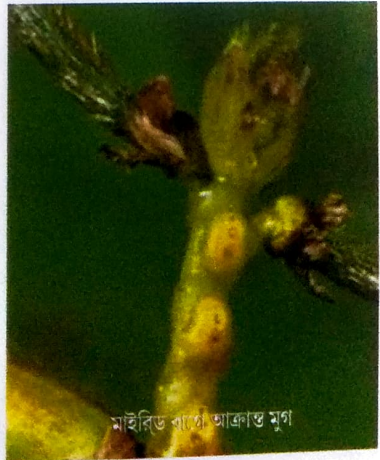
- ❖ মুগের আক্রমণকারী গুরুত্বপূর্ণ পোকাগুলি হল শোয়াপোকা, পাতা ছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি।
- ❖ এই সমস্ত পোকাগুলি দমন করার জন্য ১০ কেজি থিমেট প্রতি হেক্টরে ছড়িয়ে দিতে হবে লাগানোর আগে।

রোগ দমন

- ❖ গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলি হল পাতা কোকড়ানো, পাতা মোড়ানো, চারা পচা রোগ এবং অ্যান্‌থ্রাকনোসিস।
- ❖ মেটাসিসটক্স ০.১ শতাংশ ১০ দিন অন্তর স্প্রে করলে ভাইরাসবাহিত রোগ থেকে মুগকে রক্ষা করা যেতে পারে।
- ❖ লাগানোর আগে বীজ শোধন করে চারা পচা রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।



অ্যান্‌থ্রাকনোসিস রোগে আক্রান্ত মুগের পাতা



মাইরিড রোগে আক্রান্ত মুগ

ফসল তোলা, মাড়াই, গোলাজাত করা এবং ফলন

- ❖ লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফসল তোলার উপযোগী হয়ে উঠে।
- ❖ মুগের শুটি যখনই পরিপক্ব হবে তখনই তুলে নিতে হবে।
- ❖ ফসল ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে হাত দিয়ে মাড়াই করতে হবে।
- ❖ দানা ভালোভাবে রৌদ্রে শুকাতে হবে যাতে জলীয় অংশ কমে ১০ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে থাকে।

বীজ উৎপাদন

- ❖ খরিফ মরশুমে যে বীজ তৈরী হয় তা সারা বছর লাগানোর জন্য রেখে দিতে হবে।



পরিনত মুগের শুটি

মুগচাষে লাভ

- ❖ ফলন : ১২০০ কেজি/ হেক্টর (১৯২ কেজি/ কানি)
- ❖ বিক্রয়মূল্য : ৩৫ টাকা প্রতি কেজি।
- ❖ খরচ ও লাভের অনুপাত হল ১:২।

খরচ (টাকা)	গ্রসলাভ (টাকা)	নেট লাভ (টাকা)
২০,৫০০ প্রতি হেক্টরে	৪২,০০০ প্রতি হেক্টরে	২১,৫০০ প্রতি হেক্টরে
৩,২৮০ প্রতি কানিতে	৬,৭২০ প্রতি কানিতে	৩,৪৪০ প্রতি কানিতে

১ হেক্টর = ৬.২৫ কানি (ত্রিপুরায় ব্যবহৃত জমি মাপার একক)

বীজের উৎস

- ❖ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, দক্ষিণ ত্রিপুরা
- ❖ আই.সি.এ.আর লেশুছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা
- ❖ কৃষি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার





প্রকাশন নং-৯

সাল-২০১০

তৈরীঃ

মন্দিরা চক্রবর্তী, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ, শস্য উৎপাদন, কৃষি বিজ্ঞান
কেন্দ্র, দক্ষিণ ত্রিপুরা

ডঃ এ. কে. সিং, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, দক্ষিণ
ত্রিপুরা

ডঃ এম্ দত্ত, যুগ্ম অধিকর্তা, উত্তর পূর্ব পার্বতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিসর,
ত্রিপুরা শাখা, লেন্সুছড়া, ত্রিপুরা

ডঃ এস. ভি. নাগ্‌চান, অধিকর্তা, উত্তর পূর্ব পার্বতীয় কৃষি অনুসন্ধান
পরিসর, উমিয়াম, মেঘালয়

প্রকাশকঃ

ডঃ এ. কে. সিং, প্রোগ্রাম কন্ট্রোলার, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, দক্ষিণ
ত্রিপুরা, বীরচন্দ্র মনু, পোঃ মনপাথর, পিন : ৭৯৯১৪৪

দূরভাষ : +৯১ ৩৮২৩ -২৫২৫২৩

ফ্যাক্স : +৯১ ৩৮২৩ -২৫২৫২৩

ওয়েব সাইট : www.kvksouthtripura.org.in

ই-মেল : kvksouthtripura@rediffmail.com